OUKA
The University of Osaka
Institutional Knowledge Archive

Title	Caryāpader aitihyik paramparā: Nepāler cacā-gān ‘ḍombinī’
Author(s)	Kitada, Makoto
Citation	Bhābanagar. 2021, 14(16), p. 1697-1704
Version Type	VoR
URL	https://hdl.handle.net/11094/87464
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

খণ্ড ১৪ , সংখ্যা ১৬ ভাবনগর ডিসেম্বর ২০২১
Vol. 14, No. 16 BHĀBANAGARA December 2021

চর্যাপদের ঐতিহ্যিক পরম্পরা : নেপালের চচা-গান ‘ডোম্বিনী’

মাকোতো কিতাদা

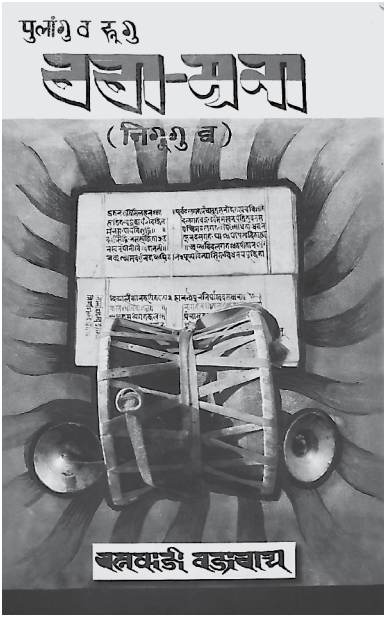

পুলাংগু ব ন্হুগু চচা-মুনা-র প্রচ্ছদচিত্র

Traditional Heritage of Charyapada : Caca songs of ‘Dombini’ in Nepal

Makoto Kitada

Abstract

This essay is the narrative analysis of one of the specimen of Caca songs performed as rituals among the Bajracarya group of Newari-Buddhists living in Kathmandu vally in Nepal. Caca has been derived from Carya or Carca. Performing Caca is a must part of worshipping ritual. Caca are the expressions of religious and philosophic notion and practices in Newari culture. Caca song is well-connected with the Bengali interests through its medium of ancient Bangla words. This form of language found in Caca song later brought about Bangla, Hindi, Maithili and other modern languages. The main pursuit of this essay is the detailed comparative analysis of one of the texts of a Caca song called Dwambini, e.g. Dombini, taken from the 23rd page of the book *Caca Muna* by Ratnakaji Bajra Acharya, published from Kathmandu. The narrative of the analysis exposes the ambiguous meanings of the text, in terms of the dictionarical and ornamental explanation of the investigated words and phrases sampled.

কাঠমাণ্ডু উপত্যকা নিবাসী নেওয়ারি-বৌদ্ধের বজ্রাচার্য-সম্প্রদায়ে আজও নিয়মিতভাবে বজ্রয়ানিক গণচক্র-পূজা (অথবা চক্রপূজা)-র কৃত্যমূলক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। চক্রপূজার অনুষ্ঠান করার সঙ্গে সঙ্গে আবহসংগীত হিসাবে কৃত্যমূলক গান (রিচ্যুয়ালিস্টিক সংস) অনবরত গাওয়া হয়। এই গানগুলোকে বলে, 'চচা', অথবা "চঃচঃ"।[১]

চচা/চঃচঃ শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে সাধারণভাবে একটি মত আছে যে, তাহলো—"চর্যা" অথবা "চর্চা" থেকে 'চচা' বা 'চঃচঃ' গান এসেছে।[২] সত্যি কথা যে, চচাগুলো, চর্যা (পূজাক্রিয়া)-র সময়ে গাওয়া হয় এবং এই চচা-গান পূজাক্রিয়ার একটা অনিবার্য অংশ বলে গণিত হয়। চচা-গানগুলোর কথার মধ্যে বজ্রয়ানের ধার্মিক ও দার্শনিক চর্চা হয়। আমার গুরু নরেন্দ্রমুনি বজ্রাচার্য-এর মতে, চচা-গানের মধ্যে বজ্রয়ানের দার্শনিক সারভাগ বিদ্যমান, চচার হৃদয়ে বজ্রয়ানের রহস্যময় কোষকেন্দ্র। তাঁর মতে, নেওয়ারি সংস্কৃতির সারাংশ হচ্ছে বজ্রয়ান। তাহলে, এরকমও দেখা যাবে যে, চচাগান নেওয়ারি সংস্কৃতির ঘনীভূত সারাংশ।

নেওয়ারি বৌদ্ধদের এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার চচা যদি বাঙালিদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তা এই কারণে যে, চচা-গানসমূহের মধ্যে বাংলাভাষার পুরান শব্দাকার অনেক পাওয়া যায়। এর অনেক গান অপভ্রংশ-ভাষায় রচিত। অনেকটা পুরান আঞ্চলিক উপভাষায় রচিত। আঞ্চলিক ভাষাগুলো, যা থেকে পরবর্তীকালের বাংলা, হিন্দি, মৈথিলি ইত্যাদি আধুনিক ভাষাগুলোর উৎপত্তি হয়েছে।

বিশেষত, চচার পরম্পরাগত গান-সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত গানগুলো উল্লেখনীয়:-

(১) পুরান চর্যাপদ ৪র্থ গান "তিঅড্ডা চাপী জোইনী"

(২) হেবজ্রতন্ত্র-গত অপভ্রংশ-ভাষিক বজ্রগীতি "কল্লই রে ট্ঠিঅ বোলা"

(৩) হেবজ্রতন্ত্র-গত সংস্কৃত-ভাষিক বজ্রগীতি

(৪) সিদ্ধ সরহপাদ-বিরচিত দোহা

এ বিষয়ে *ভাবনগর* নামের এই জার্নালের ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ৯ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যায় আমার ছোট্ট লেখা বেরিয়েছিল, এখন আর তা পুনরুক্তির দরকার নেই।

এবার, চচাগান-সমূহ থেকে একটি গান নির্বাচনের পর সেই গানের পাঠ-বিশ্লেষণের চেষ্টা করছি।

নেপালের কাঠমাণ্ডু থেকে প্রকাশিত রত্নকাজী বজ্রাচার্য সম্পাদিত চচা-সংকলন *চচা-মুনা*'র ১ম খণ্ডে ২৩ সংখ্যক পৃষ্ঠায় 'দ্বংবিনি' নামক চচা মুদ্রিত রয়েছে। 'দ্বংবিনি' মানে ডোম্বিনী।

চচা 'দ্বংম্বিনী' (ডোম্বিনী) (রাগ গ্বদগ্রী, তাল মাথ)

দ্ববিনি সরোবর বিরাসয়ি কয়িসে ২
উথ ভরাণ্ডো মণ্ডল লায়া॥১
হে জংকার হমরে জগত নির্বাসী য়ারে॥ধু॥
অমিয় অমিয় নিরঞ্জন দেশয় ২
সহজ সুন্দরীলায়া জিন হুঁ পইসয়্॥ধু॥
এ চউ যোগিনী যলয়্ মেলয়্ মেলা ২
বজ্রবারাহী আলিংগণ কোলা॥ধু॥
উথ ভরোণ্ডো করূনক বোলি ২
জয়ং জয়ং আলিংগণ নীলবর্ণ বালি॥ধু॥

নেওয়ারি কাঠমাণ্ডুর লিপিকারদের মাতৃভাষা। তাই কাঠমাণ্ডুর চচা-পুঁথির প্রতিলিপিকরণে বানানের মধ্যে নেওয়ারি ভাষার প্রভাব বেশি পড়েছে। যেমন, 'ডোম্বিনী'-র জায়গায় 'দ্ববিনী' অথবা 'দ্বংবিনী' লেখা হয়েছে। 'র' ও 'ল'-র পার্থক্য রাখে না। মাঝেমাঝে স্বরবর্ণে বিনা কারণে অনুনাসিককরণ (nasalisation) ঘটে, ইত্যাদি।

ঊর্ধ্বলিখিত চচা-গানের পাঠকে যত সম্ভব পুনর্গঠন (reconstruction) করার চেষ্টা করলে তা এ রকম হতে পারে—

ডোম্বিনী সরোবর বিলাসই কইসে
উথ ভরাণ্ডো মণ্ডল রায়া॥১
হে জংকার হমরে জগত নির্বাসিয়ারে॥ধু॥
অমিয় অমিয় নিরঞ্জন দেসই
সহজ সুন্দরী লৈয়া জিনহুঁ পইসই॥ধু॥
এ চউ যোগিনী যলয়্ মেলই মেলা ২
বজ্রবারাহী আলিংগন কোলা॥ধু॥
উথ ভরাণ্ডো করুণক বালি ২
জয়ং জয়ং আলিংগন নীলবর্ণ বালি॥ধু॥[৩]

লায়া (*রায়া) শব্দটি অনেকটা 'রাজা'-শব্দের পরিবর্তিত আকার বলে মনে হয়। কিন্তু, 'সুন্দরীলায়া'-র মূলে 'সুন্দরী লৈয়া' অনুমান করা যৌক্তিক মনে হচ্ছে। 'উথ' হয়তো 'উঠ'। 'ভরাণ্ডো'-শব্দ, চচাগানগুলোতে বহুবার আসে, কিন্তু তার মানে কি, বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো 'ভর্তৃ' শব্দটি 'ভত্তারক'-এর অপভ্রষ্ট আকার।[৪] 'পইসই' = 'প্রবেশ করে'।

'আলিংগণ কোলা'-র অর্থ অস্পষ্ট। এই ছড়াতে 'কোলা'-শব্দের অন্ত্যমিলের চরণ (rhyme) সাথে 'মেলা'-র মিল রয়েছে। হয়তো 'কোলা'-র উৎসপাঠ ছিল 'কেলা' ('করিল')।

'করূনক বোলি'ও, যদি ছড়ার চরণ দেখলে উৎসপাঠে 'করুণক বালি' হওয়ার কথা। তাহলে, 'করুণ-ক বালি' মানে 'করুণের বালিকা', 'করুণময় মেয়ে', যে বজ্রবারাহী? আরেকটা সমাধান হতে পারে যে, এটা আসলে 'করুণ কবালি'। যেমন, পুরান চর্যাপদ-এর চতুর্থ গান 'তিঅড্ডা চাপী জোইণি দে অঙ্কবালী' পঙ্‌ক্তিটি চচাগানে এরকম পরিবর্তিত আকারে গাওয়া হয়—'ত্রিহন্ডা চাপয়ি যোগিনী দেহ কবাডী' (রত্নকাজী সংকলিত *চচা-মুনা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৮ দ্রষ্টব্য)। নীলরতন সেন 'অঙ্কবালি'-র অর্থ দেন

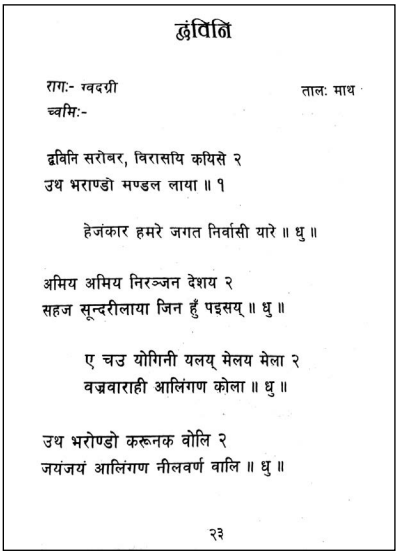

ढ्वंविनि

रागः- ग्वदग्री तालः माथ
च्वमिः-

द्वविनि सरोबर, विरासयि कयिसे २
उथ भराण्डो मण्डल लाया ॥ १

हेजंकार हमरे जगत निर्वासी यारे ॥ धु ॥

अमिय अमिय निरञ्जन देशय २
सहज सून्दरीलाया जिन हुँ पइसय् ॥ धु ॥

ए चउ योगिनी यलय् मेलय मेला २
वज्रवाराही आलिंगण कोला ॥ धु ॥

उथ भरोण्डो करूनक वोलि २
जयंजयं आलिंगण नीलवर्ण वालि ॥ धु ॥

२३

চচা-মুনা গ্রন্থে মুদ্রিত গানের পাঠ

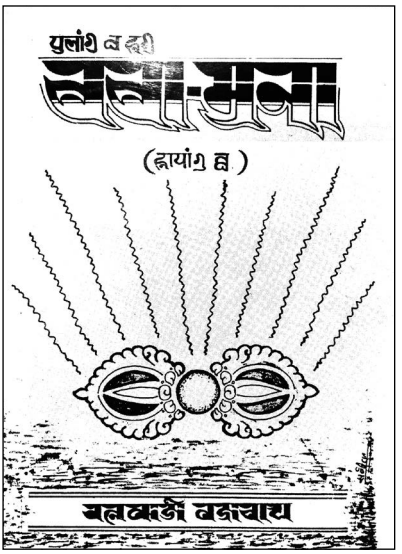

পুলাংগু ব ন্হূগু: চচা-মুনা-র *প্রচ্ছদচিত্র*

'embracing' (আলিঙ্গন) [Nilratan Sen, 1977, p. 152]। তা নিয়ে এরকম অনুমান করা যেতে পারে যে, লিপিকার 'করুণ কবালি'-তে এই শব্দান্তরণকে অনুকরণ করেছে।[৫]

এরকম অন্য চচার অনুকরণের ঘটনা, ঊর্ধ্বলিখিত 'কোলা'-তেও অনুমান করা সম্ভব। বৌদ্ধতন্ত্রের মুখ্যসূত্র 'হেবজ্রতন্ত্র'-এর অপভ্রংশ-ভাষিক বজ্রগীতি "কল্লই রে ট্ঠিঅ বোলা মুম্মুণি রে কক্কোলা" আজকের চচাগানে এইরকম পরিবর্তিত আকারে গাওয়া হচ্ছে যে, "কোলাই লে থিয়া বোলা মুমুনি রে কন কোলা" [রত্নকাজী সংকলিত *চচা-মুনা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬]। আমার চচাগানের গুরু নরেন্দ্রমুনি বজ্রাচার্য বলেন যে, এই চচা 'কোলাই'-কে বলা হয় 'যোগিনী-চচা'। তার মানে হচ্ছে, এই গানটা রহস্যের মধ্যে রহস্যতম। পূজোতে এই চচার ভূমিকাটা অতীব মহত্ত্বপূর্ণ। বোধ হয়, নেওয়ারি লিপিকারেরা 'দ্বংবিনি'-চচার 'কেলা'-শব্দটার মানে বুঝতে পারত না, সেই জন্যে, 'কোলাই'-গানের 'কোলা'-শব্দের অনুকরণ করে ফেলেছে। তবু, আমার, শোচনীয়তার সঙ্গে মেনে নিতে হবে যে, আমার এ ধরনের অবাধ অনুমান করাটায় বাস্তবিক প্রমাণ দেখানো কঠিন।

যাই হোক, এই চচাটিতে যে ঘটনার বর্ণনা করা হচ্ছে, তা মোটামোটি বোঝা যায় যে, দেব-দেবীর মণ্ডলের মাঝখানে ডোম্বিনী সরোবরে বিলাস করছে। এই মণ্ডল চারজন ('চউ') যোগিনী ঘেরা। তাদের দ্বারা বেষ্টিত হন মণ্ডলের রাজা, যিনি প্রধান দেবতা, হেরুক সম্বর রাজা। হেরুক-রাজা, নিজের প্রেমিকা বজ্রবারাহী-দেবীকে আলিঙ্গন করেন। প্রথম পঙ্ক্তির 'ডোম্বিনী' বজ্রবারাহীর সমান মনে হয়।

সুপ্রসিদ্ধ যে ডোম্বিনী (ডোম্বী)-র কথা পুরাণ চর্যাপদের ১০ সংখ্যক পদে পাওয়া যায়। এখন আমরা যে চচাটির আলোচনা করছি তার প্রথম পঙ্ক্তিতে প্রাপ্ত 'সরোবর'-শব্দ কিসে বলে, তা অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু, চর্যাপদের ১০ সংখ্যক পদে 'সরবর'-এর কথা

আছে এই ভাবে—"সরবর ভাঞ্জিঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।" [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, পৃ. ১৯]

চর্যাপদের টীকাকার মুনিদত্তের মতে, এখানে 'সরবর' মানে 'কায়-পুষ্কর', দেহ। আমাদের চচাটি যদি এই চর্যাপদ-গানের উপরে আধারিত অথবা এই গানটির ইঙ্গিতে রচিত হয়ে থাকে, তাহলে, প্রথম পঙ্‌ক্তিটির এ ধরনের একটি তাৎপর্য হতে পাওে যে,—ডোম্বী/ডোম্বিনী (তান্ত্রিক শক্তির প্রতীক) পুকুরে (যোগিন-সাধকের দেহের ভিতরে) খেলা করে।

একসঙ্গে এরকম দৃশ্যও ইঙ্গিতপূর্ণভাবে পাঠকদের মনের চোখের সামনে স্বপ্নের মতো ভেসে আসবে যে, সুদূর অতীতের এক প্রভাতে একজন সন্ন্যাসী গ্রামের পুকুরে স্নান করতে এসে আর একটি ডোম্বিনী অথবা নিম্নবর্গের একটি সুন্দরী মেয়েকে জলের মধ্যে কমনীয়ভাবে জলক্রীড়া করতে দেখার সাক্ষী হয়ে ওঠে। যেমন ১৪ শতাব্দীর এক প্রভাতে কবি চণ্ডীদাস বাঁকুড়া জিলাস্থিত চাটনা-গ্রামের পুকুরের কিনারে রজকিনী রামী-কে সূর্যোদয়ের উজ্জ্বল কিরণের ঝরনায় স্নান করতে দেখেছিল...। তবে, এই চর্যাপদটির সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রেমের কিংবদন্তির লেনদেনের কোনো সরাসরি সম্বন্ধ আছে বলে দৃঢ় প্রমাণ দেওয়া কঠিন। বরং, কল্পনা করা যায় যে, বাংলাদেশ অথবা দক্ষিণ-এশিয়ার পূর্ব অঞ্চলগুলোতে মানুষের গভীর মনোবিজ্ঞানে এই ধরনের ইমেজ অথবা আর্কিটাইপ্ (archetype) বিদ্যমান।

যাই হোক না কেন, সাম্প্রতিক কালের চচাগান-সমূহের উত্তরাধিকারের মধ্যে পুরান চর্যাপদ থেকে একটা মাত্র পদ তথা ৪ সংখ্যক গান "তিঅড্ডা চাপী" বেঁচে রয়েছে। কিন্তু, যদি আমার অনুমান সঠিক হয়, এই চচা "দ্বংবিনি"-টা পুরান চর্যাপদের পরম্পরার উপর ভিত্তি করে রচিত। বরং এভাবেও দেখা যায় যে, অতীত কালের চর্যাপদের গানগুলো উৎপাদনশীলভাবে একটার পর একটা করে অনেক রচনা করা হত। যেমন ডোম্বিনীর সম্বন্ধে বহুসংখ্যক পদ রচনা হয়েছিল, সেগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে আজকের দুটো চচাগানে। যেমন, চর্যাপদ ১০ সংখ্যক গান আর চচা-র 'দ্বংবিনি' গান।

রত্নকাজী বজ্রাচার্য সংকলিত চচাগান-সংগ্রহ *চচা-মুনা*-র ১ম খণ্ডের ১৫৮ সংখ্যক পৃষ্ঠায় এই চচা গানের পাঠ একটু অন্য রকমভাবে পাওয়া যায়। যথা—

রাগ গ্বডগিরি, তাল মাথ

দ্বংবীর সরোবর বিরাসয় কেশাঃ
উর্থ ভরাদো মণ্ডল রায়া জুগারো॥
জগতনিবাসিয়ারে ২
অমিয় অমিয়ারে নিরংতর দেশে॥
সহজ সুন্দরী রৈয়া জিনহুঁ রেঃ
প্রবিশ্য নাঞ্চয়িরে॥
এ চউ যোগিনী হেরুব মেলা ২
বজ্রবারাহী আলিং গতা॥
কীলয়ে নাংচয়িরে॥
উর্থ ভরাদো করুণকবারে ২
জয় আলিংগন নীলবর্ণ বীরে
নাংচয়িরে॥
উর্থ ভরাদো শ্রী সম্বর রায়া জুগারে॥
বজ্রবারাহী আলিংগন জগতনিবাসিয়ারে॥ধু॥

এই টেক্সট-টার প্রথম পঙ্‌ক্তির 'কেশাঃ' শব্দটি 'কয়িসে'-র পরিবর্তিত রূপ এবং ভুল শব্দাকার মনে হয়। তদ্বিপরীতে, "সহজ সুন্দরী রৈয়া জিনহুঁ রেঃ" পঙ্‌ক্তির 'রৈয়া' (লৈয়া) আগের পাঠের "সুন্দরীলায়া"র চেয়ে ভাল মনে হয়।

এই পঙ্‌ক্তিটি আগেকার পাঠে এরকম যে, "সহজ সুন্দরীলায়া জিন হুঁ পইসয়্"। 'পইসয়্'-শব্দটি এই দ্বিতীয় পাঠে পরিবর্তিত করা হয়েছে 'প্রবিশ্য নাঞ্চয়িরে'র রূপে। মানে, প্রবেশ করে নাচে। বোধ হয়, এই শব্দসমষ্টি প্রথমটির চেয়ে নতুন। 'প্রবিশ্য' সংস্কৃত শব্দাকার। অনুমান করা যায় যে, লিপিকারের মতে 'পইসয়্'-শব্দটা অপভ্রংশ-ভাষিক শব্দাকার হওয়ার কারণে বোঝার জন্য কঠিন, সেইজন্য সরল শব্দসমষ্টিতে পরিবর্তিত করে দেওয়া উচিত। এখানে তো, অন্য শব্দগুলোও, প্রথম পাঠের শব্দসমষ্টিগুলোর চেয়ে সরল আর অর্থগুলোও স্পষ্ট। এই দ্বিতীয় পাঠটি পশ্চাৎকালের উন্নতির পরিণাম বলে লক্ষ করা যায়।

এই পাঠে 'নাংচয়ি' (নাচই)-শব্দের তিনবার প্রয়োগ দেখা যায়। অন্যদিকে, প্রথম পাঠে শব্দটি একবারও আসে নি। হয়তো এখন পাঠের উন্নতির দ্বিতীয় পদক্ষেপে এই চচাকে গাওয়ার সময় নাচ (চর্যা-নৃত্য) করার অভ্যাসও শুরু হয়েছে।

এই দুটো পাঠের আলোচনার ফলে আমরা লক্ষ করি যে, এই দুটো পাঠের উৎস একই চচাগান হওয়া সত্ত্বেও পরিবর্তনের দুটো আলাদা পদক্ষেপ রয়েছে। আসলে, কাঠমাণ্ডু উপত্যকার গ্রন্থাগারগুলোতে চচা-সংকলনের বহুসংখ্যক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেকটি চচাগানের পাঠ প্রত্যেকটি পাণ্ডুলিপির এক একটি পাঠ থেকে অন্য পাঠে ছোট ছোট পার্থক্য থাকে, যেমনটা আমরা এই প্রবন্ধে দুটো গানের পাঠ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি। এ ধরনের অবস্থাতে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে——এত ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক পাঠকে একত্রিত করলে এত সহজে একটা "সত্যিকার" মূল-

প্রাবন্ধিক মাকোতো কিতাদা

নেপালের চর্যাপদ পাঠক নরেন্দ্রমুনি বজ্রাচার্য

পাঠের পুনরুদ্ধার কি সত্যি করে সম্ভব? সংস্কৃতের অধ্যয়নের পদ্ধতি যা আজ পর্যন্ত গবেষকরা সাধারণভাবে অনুসরণ করে এসেছে, তার উদ্দেশ্য, সবসময় বহুসংখ্যক পাণ্ডুলিপি থেকে একটাই উৎস মূল-পাঠ (Urtext)-কে পুনর্নির্মাণ (reconstruction) করা। কিন্তু, চচাগান-এর মতো এ ধরনের সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই প্রচলিত পদ্ধতিটা কাজে লাগে কিনা, বৈধ কিনা, তা নিয়ে আমাদের সন্দেহ হয়।

টীকা

১ নেওয়ারী ভাষার উচ্চারণে [cə:cə:] ।

২ রত্নকাজী বজ্রাচার্য, *নিগূগু ব্ব: চচা-মুনা*, ২য় খণ্ড, ভূমিকা ঙ, পৃ. ৫

৩ নরেন্দ্র মুনি বজ্রাচার্য যে পাণ্ডুলিপি দেখে দেখে চচা গান করেন, তাতে এই চচার পাঠ পাওয়া যায় ৪০ সংখক পদে। যার পাঠটি এই রকম -

দ্বথবিনি সরোবর বিরাসয়ি কয়িস্যে ২ উথ ভরাড়ো মণ্ডল লায়া ॥ ধ্রু ॥ য় জংকার হমরে জগত নির্বাসিয়ারে॥ ॥ অমিয়২ নিরংজন দেশে ২ সহজ সুন্দরী লায়া জিনহু রে পয়িসে ॥ ধ্রু ॥ এ চউ যোগিনী য়েলে মেলে মেলা ২ বজ্রবারাহী আলিংগণ কোলা ॥ ধ্রু ॥ উথ ভরাড়ো করুণক বারি ২ জয়ং জয়ং আলিংগণ নীলবর্ণ বারি ॥ ধ্রু ॥

এটা আসলে পাণ্ডুলিপির জেরোক্স (xerox) কপি। দেবনাগরী লিপিতে লেখা। আসল পাণ্ডুলিপির সময়কালও তেমন পুরানো বলে মনে হয় না। কিন্তু এখনকার কাঠমাণ্ডু শহর (কান্তিপুর)-এর বজ্রাচার্যরা যখন চক্রপূজা/গণচক্র অনুষ্ঠান করে, তখন এই টেক্সট অনুসার চচার গান করে। কাঠমাণ্ডু শহর (কান্তিপুর)-এর পার্শ্ববর্তী পাটন শহর (ললিতপুর)-এর স্থানীয় বজ্রাচার্যদের দ্বারাও চক্রপূজা/গণচক্রের অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু পাটনের পরম্পরাগত চচার শৈলী কান্তিপুরেরটা থেকে আলাদা। চচার গায়কের সংখ্যা দিন দিনে কমে যাচ্ছে, সেই জন্য আজকাল পাটনে চক্রপূজার প্রয়োজনে পাটন থেকে নরেন্দ্র মুনির কাছে চচা গাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ আসে বলে, নরেন্দ্রমুনি (আমার গুরু)-র কাছে শুনেছি।

৪ হেবজ্রতন্ত্রে ভরাড়ো-শব্দ এই অর্থে প্রয়োগ হয়।

৫ কিন্তু, আমার এই অনুমানে, ছন্দের দিক থেকে দেখলে, একটু সমস্যা রয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

রত্নকাজী বজ্রাচার্য, *পুলাংগু ব ন্হূগু: চচা-মুনা*, ন্হাপাংগু ব্ব, ১ম খণ্ড, ১৯৯৬, চ্যয়্বুঁ ধিমেল্বহ য়েঁ, (স্বয়ম্ভূ, কাঠমাণ্ডু)

--------------, *নিগূগু ব্ব: চচা-মুনা*, ২য় খণ্ড, ১৯৯৯, চ্যয়্বুঁ ধিমেল্বহ য়েঁ, (স্বয়ম্ভূ, কাঠমাণ্ডু)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাদিত), *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

Nilratan Sen. 1977. *Caryāgītikoṣa*. Facsimile Edition. Indian Institute of Advanced Study, Simla.

স্বীকৃতি

এই প্রবন্ধ লেখার সময়ে বজ্রয়ানের বিশেষজ্ঞ ৎসুনেহিকো সুগিকি (Tsunehiko Sugiki) Ph. D.-র কাছে অনেক উপকারী উপদেশ পেয়েছি। তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।